أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/।)

www.motaher21.net

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ

যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও..

When you divorce women,

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৩১

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۠ وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ

আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবার পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন হয় সোজাসুজি তাদেরকে রেখে দাও আর নয়তো ভালোভাবে বিদায় করে দাও। নিছক কষ্ট দেবার জন্য তাদেরকে আটকে রেখো না। কারণ এটা হবে বাড়াবাড়ি। আর যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে আসলে নিজের ওপর জুলুম করবে। আল্লাহর আয়াতকে খেলা –তামাসায় পরিণত করো না। ভুলে যেয়ো না আল্লাহ তোমাদের কত বড় নিয়ামত দান করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দান করছেন, যে কিতাব ও হিকমাত

তিনি তোমাদের ওপর নাযিল করেছেন তাকে মর্যাদা দান করো। আল্লাহকে ভয় করো এবং ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ সব কথা জানেন।

২৩১ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] অর্থাৎ যে ব্যক্তি তালাকের দু' টি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য এ আয়াতে দু'টি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই, বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহব্বতের সাথে সংসার যাপন করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেবে, যাতে বিবাহ বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই বলা হয়েছে (تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ) এখানে (تَسْرِيْحٌ) –অর্থ খুলে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেয়া বা অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। (تَسْرِيْحٌ) এর সাথে (اِحْسَانٍ) শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎ লোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোন কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

[২] এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়াতকে খেলা ও তামাশায় পরিণত করো না। অর্থাৎ বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তাফসীর আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত যুগে কোন কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলত যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দিয়ে দেয়া বা মুক্তি দিয়ে দেয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। এতে ফয়সালা দেয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়্যতের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, হাসি তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে বিয়ে, দ্বিতীয়টি তালাক এবং তৃতীয়টি রাজআত বা তালাকের পর স্ত্রী ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণা' । [আবু দাউদঃ ২১৯৪, তিরমিযীঃ ১১৮৪, ইবনে মাজাহ: ২০৩৯]

(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

আয়াতে বলা হয়েছিল দু' বার তালাক দেয়ার পরেও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে। এ আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। কেউ স্ত্রীকে দু' বার তালাক দিয়ে থাকলে এখন সে স্ত্রীকে ইদ্দত শেষের পূর্বে ইচ্ছা

করলে ফিরিয়ে নেবে অথবা তৃতীয় তালাক দিয়ে বিদায় করে দেবে। তবে সাবধান স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার জন্য ফিরিয়ে নেবে না। যে ব্যক্তি এরূপ করে সে নিজের ওপর জুলুম করল।

অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর আয়াতকে ঠাট্টার পাত্র হিসেবে মনে করতে নিষেধ করেছেন। ঠাট্টা করে কেউ বলল, আমি স্ত্রী তালাক দিলাম বা বিবাহ করলাম বা ফিরিয়ে নিলাম। আর বলল, আমি ঠাট্টা করেছি, মহান আল্লাহ তা ‘আলা এটাকে তাঁর আয়াতের সাথে ঠাট্টা বলে গণ্য করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ

তিনটি কাজ সঠিক করে করলেও সঠিক এবং উপহাস করে করলেও সঠিক হয়। তালাক, বিবাহ এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া। (আবূ দাঊদ হা: ১৯০৪, হাসান)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তারপর ইদ্দত শেষ হবার আগে আবার তাকে ফিরিয়ে নেয় শুধুমাত্র কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়ার সুযোগ লাভ করার উদ্দেশ্যে, তাহলে এটি কোনক্রমেই সঠিক কাজ বলে গণ্য হবে না। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, ফিরিয়ে নিতে চাইলে এই উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নাও যে, এবার থেকে তার সাথে সদাচরণ করবে। অন্যথায় ভদ্রভাবে তাকে বিদায় দাও।

অর্থাৎ এ সত্যটি ভুলে যেয়ো না যে, মহান আল্লাহ তোমাদের কিতাব ও হিকমত তথা জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাতের (উম্মাতে ওয়াসাত) মর্যাদা দান করা হয়েছে। তোমাদেরকে সত্যতা, সৎবৃত্তি, সৎকর্মশীলতা ও ন্যায়নিষ্ঠার মূর্তিমান প্রতীক হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। বাহানাবাজী করে আল্লাহর আয়াতকে খেল-তামাসায় পরিণত করা তোমাদের সাজে না। আইনের শব্দের আড়ালে আইনের মূল প্রাণসত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করো না। বিশ্বাসীকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার পরিবর্তে তোমরা নিজের গৃহে জালেম ও পথভ্রষ্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ো না।

তালাক দেয়া স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে

পুরুষদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যে তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে এই তালাক প্রদানের পর যখন ইদ্দত শেষ হবে তখন হয় তাদেরকে সদ্ভাবে ফিরিয়ে নিবে অর্থাৎ ফিরিয়ে নেয়ার ওপর সাক্ষী রাখবে এবং সদ্ভাবে বসবাস করার নিয়ত করবে অথবা সদ্ভাবে পরিত্যাগ করবে। আর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর কোন ঝগড়া-বিবাদ, মতবিরোধ এবং শত্রুতা না করেই বিদায় দিবে। অজ্ঞতা যুগের জঘন্য প্রথাকে ইসলাম উঠিয়ে দিয়েছে। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) , মাসরুক (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) ,

কাতাদাহ (রহঃ) , যাহহাক (রহঃ) , রাবী ‘ (রহঃ) , এবং মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) বলেছেন যে, এক লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিতো এবং যখন তার ইদ্দতের সময় প্রায় শেষ হয়ে আসতো তখন সে আবার ফিরিয়ে নিতো। তার এ রকম করার উদ্দেশ্য ছিলো স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া এবং অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে না দেয়া। এভাবে সে তালাক দিতে থাকলো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই ফিরিয়ে নিতে থাকে। মহান আল্লাহ্ তার এ আচরণকে নিষিদ্ধ করে আয়াত নাযিল করেন এবং জানিয়ে দেন, যারা এরূপ করে তারা অত্যাচারী।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗا﴾ ‘তোমরা মহান আল্লাহ্র নির্দেশাবলীকে বিদ্রƒপ করো না।’ একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশ ‘আরী গোত্রের ওপর অসন্তুষ্ট হোন। আবূ মূসা আশ ‘আরী (রাঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘তোমাদের এক লোক কেন বলেঃ আমি তালাক দিয়েছি, আবার ফিরিয়ে নিয়েছি? জেনে রেখো যে, এগুলো তালাক নয়। স্ত্রীদেরকে তাদের ইদ্দত অনুযায়ী তালাক প্রদান করো।’ (হাদীসটি সহীহ। তাফসীর তাবারী -৫/১৪/৪৯২৫, ৪৯২৬, সুনান বায়হাক্বী-৭/৩২৩) মাসরুক (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত ঐ লোকদের উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে যারা তাদের স্ত্রীদের কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তালাক দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেয়, যাতে তাদের ইদ্দতকাল দীর্ঘায়িত হয়। (সনদ টি য ‘ঈফ। তাফসীর তাবারী -৫/১৩/৪৯২৩) হাসান বাসরী (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) , ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) , রাবী ‘ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) বলেছেনঃ সে হলো ঐ লোক যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং বলেঃ আমি তো তোমার সাথে কৌতুক করছিলাম! অথবা যে তার দাসীকে মুক্ত করে অথবা বিয়ে করে এবং বলেঃ আমি তো হাসি-ঠাট্টা করছিলাম মাত্র! মহান আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে বলেনঃ মহান আল্লাহ্র নির্দেশাবলীকে বিদ্রƒপাচ্ছলে গ্রহণ করো না। (২নং সূরাহ বাকারাহ, আয়াত নং ২৩১) একটি হাদীসে রয়েছে যেঃ

ثَلَاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا أَوْ غَيْرَ لَاعِبٍ، فَهُنَّ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ :الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ.

‘তিনটি বিষয়ে মানুষ খেলা করে বলুক আর মনের থেকেই বলুক তার ওপর হুকম প্রয়োগ হবে। আর সেই তিনটি বিষয় হলো ‘তালাক, আযাদ ও বিবাহ’ । (সনদ টি হাসান)

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা মহান আল্লাহ্র নি ‘য়ামতসমূহ স্মরণ করো যে, তিনি তোমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন, হিদায়াত ও দলীল অবতীর্ণ করেছেন, কিতাব ও সুন্নাত শিখিয়েছেন, নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিষেধও করেছেন ইত্যাদি। তোমরা যে কাজ এবং যে কাজ হতে বিরত থাকো সব সময়ই মহান আল্লাহ্কে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় খুব ভালোভাবেই জানেন।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর ফিরিয়ে নেয়া হারাম।

২. শরঈ বিধান নিয়ে ঠাট্টা করা হারাম।

৩. প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল্লাহ তা ‘আলাকে ভয় করা আবশ্যক।